তারিখ ... 28 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

সমকাল

সোনারগাঁয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

■ সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

উপজেলার আমগাঁ বরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কয়েক সদস্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বুধবার বিকেলে ইউএনও আবু নাছের ভূঞার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু। এ ঘটনায় মঙ্গলবার এলাকাবাসী ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখে।

উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের আমগাঁ বরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে গত শনি ও রোববার উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়। ওই দিন সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তারা প্রধান শিক্ষক মরজিনা আক্তারের কাছে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির পাঁচ লাখ ৫৪ হাজার ৩৫০ টাকা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ সুযোগে প্রধান শিক্ষিকা মরজিনা আক্তার ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কয়েক সদস্যের যোগসাজশে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির প্রাপ্ত টাকা কম ৩০ হাজার ৩৫০ টাকা আত্মসাৎ করেন বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ৮৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকার পর শিশু শ্রেণিকে ৩০০, প্রথম শ্রেণিতে ৬০০, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১২০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার কথা থাকলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৯০ শিক্ষার্থীকে ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৮০০ ও ১১০০ টাকার দেওয়ার অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষককে তিন ঘণ্টা অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন অভিভাবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সাহিদা আক্তার, বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আ. আউয়াল, ভারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ. হাই, বিদ্যালয়ের ম্যানিজিং কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিষয়ে সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাসে তাকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনায় বুধবার বিকেলে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু নাছের ভূঞার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

বিদ্যালয়ের অভিভাবক রানু বেগম, তাসলিমা আক্তার বলেন, কম টাকা দেওয়ার কথা জানতে চাইলে ক্লাসে উপস্থিতি কম, ওপর থেকে কম টাকা পাঠিয়েছে, বেশি কথা বলতে গেলেই বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে বিদ্যালয় থেকে টিসি দিয়ে বের করে দেবেন বলে জানান প্রধান শিক্ষক মরজিনা।

বিদ্যালয়ের ম্যানিজিং কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু জানান, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক স্কুলে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক মরজিনা আক্তার জানান, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কিছু অভিভাবক ও কমিটির এক সদস্য নিজের স্বার্থ আদায় করতে না পেরে তার ইন্ধনে অভিভাবকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

ইউএনও আবু নাছের ভূঞা বলেন, উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।